REG. NO. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

## সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

### বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

### জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৲১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৮ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৩০শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩২৮ ইংরাজী 16th November 1921. | ২৫শ সংখ্যা।




দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। —বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থম্মন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২৷০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

### অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহাবিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক দক্ষচিকিৎসক অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্ট" রমণীরক্ষ হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারে লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৵০ নয় আনা।

### হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণ অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুভস্মাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

**কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং**

**আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।**

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

# হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

### ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিং ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এস, আর, সি, পি, এস,আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷০
" " ছোট শিশি ১৷০

# স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারদ, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

**আর, লগিন্ এণ্ড কোং**

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

## টাকার অষ্টোত্তর শতনাম।

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ। টাকার যত প্রকার নাম হইতে পারে তাহা কৌশলে কবিতায় লিখিত হইয়াছে। একবার পড়িয়া হাসিবেন ও বন্ধু-বান্ধবকে দেখাইবার ও হাসাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিবেন না। মূল্য মাত্র ⁄০ এক আনা। ৫ এক পয়সার ছয় খানা ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া যায়।

ম্যানেজার জঙ্গিপুর সংবাদ অফিস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ।

৩০শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩২৮ সাল।

## মিউনিসিপাল অফিসে সভা।

—:০:—

গত রবিবার জঙ্গিপুর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় কর্ত্তৃক যুবরাজের আগমন উপলক্ষে উৎসবাদি করণ জন্য এক সভা আহূত হইয়াছিল। সভায় সহযোগী ও তথাকথিত অসহযোগী স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। যুবরাজের শুভাগমনে উৎসবাদি কার্য্য সম্পাদনের প্রস্তাবে কেহ কোনও ওজর আপত্তি করেন নাই। তবে চাঁদা সংগ্রহের জন্য অনেকে অপারগ বলিয়াছেন। অবসর প্রাপ্ত সুপারভাইজার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মিত্র মহাশয় এই ব্যাপারের সেক্রেটারী ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সহকারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

## সরকারী মালখানায় সরকারী সিপাহীর হাতে সরকারী বন্দুকে সরকারী হাবিলদার খুন।

—:০:—

গত ১৪ই নবেম্বর সোমবার ভোর রাত্রি ৫টার সময় জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের দিকে বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়; তাহার অব্যবহিত পরেই ট্রেজারীর বিপদ সূচক সঙ্কেত-ডঙ্কা বাজিতে থাকে। পুলিশ কর্ম্মচারীগণ এই ডঙ্কা ধ্বনি শুনিয়া ছুটিয়া মালখানায় উপস্থিত হইল। তারপর দেখা গেল হাবিলদার রামরাজ মিশির বন্দুকের গুলিতে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছে। প্রকাশ—আর্‌ম্‌ পুলিশের সিপাহী বিন্ধ্যাচল রামের সহিত এই হাবিলদার রামরাজের কয়েকদিন হইতে গালাগালি ও বচসা হইতেছিল; ঘটনার দিন রাত্রিকালে বিন্ধ্যাচল রামের জ্বর হয়, এই জ্বর অবস্থাতেও শেষ রাত্রিতে হাবিলদার রামরাজ তাহাকে পাহারা দিতে বাধ্য করে। যখন রামরাজ মিশির হাবিলদার শুইয়া ছিল তখন বিন্ধ্যাচল রাম তাহাকে উঠিতে বলে রামরাজ উঠিয়া বসিবা মাত্র সে তৎক্ষণাৎ তাহার বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া গুলি করে। রামরাজ তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। সিনিয়র হাবিলদার তখন উঠিয়া বিন্ধ্যাচল রামকে পাকড়াইতে আদেশ দেওয়ায় বিন্ধ্যাচল তাহার দিকেও বন্দুক সঞ্চালন করা মাত্র সে ডেপুটী সাহেবের এজলাস ঘরে পলায়ন করে। পরে অন্য একজন সিপাহী মিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া বিন্ধ্যাচল রামের টোটা ও বন্দুক হস্তগত করে। পরে অন্যান্য সিপাহিরা আসিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলে বিন্ধ্যাচলরাম এখন বিচারার্থ হাজতে।

## কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটী চেয়ারম্যান।

—•—

জঙ্গিপুর মহকুমার ভূতপূর্ব্ব সাবডিবিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক্ষণে রায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর গত ৫ই নবেম্বর হইতে কলিকাতা কর্পোরেশন এর পাকা ডেপুটী চেয়ারম্যান হইলেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতে এই প্রথম ভারতীয় পাকা ডেপুটী চেয়ারম্যান।

## পুলিশের খবর।

(উদ্ধৃত)

—০—

পুলিশেরও অনেক গুপ্ত খবর আমি সংগ্রহ করিয়াছি। কন্‌ষ্টেবলদের ভিতরে চাকরী ছাড়িবার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সহর ও সহরতলীর বিটের অনেক কনষ্টবলের সঙ্গে কথা কহিয়া বুঝিয়াছি, তাহাদের মুলুক থেকে সমাজপতিদের পরওয়ানা আসিয়াছে—চাকরী ছাড়িয়া দিতে। বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টার ব্যবসা ছাড়িয়াছেন, বড় বড় সরকারী অফিসার চাকরী ছাড়িতেছেন, কনষ্টবলেরা কি মানুষ নয়? তাহারা কি সামান্য চাকরী ছাড়িতে পারেনা? একজন কনষ্টবল বলিল—"আমরা সবাই কাজ ছেড়ে দেশে চলে যাব। সেখানে ক্ষেতী করব, চরকা চালাব, মজায় বসে বসে খাব। মহাত্মাজী আমাদের চোক খুলে দিয়েছেন। চাকরী ছাড়তে যদি আমাদের জেল যেতে হয়, তা'ও আমরা যাব।" কনষ্টবলেরা আরও অনেক কথা বলিয়াছে, সে সব আপাততঃ আমি চাপিয়া যাইলাম। অনেক গুপ্ত খবর তাহারা বলিয়া ফেলিয়াছে। সে সব কাগজে প্রকাশ করিবারও উপায় নাই।

দেশের বড় লোকেরা যাহাদিগকে ছোটলোক বলিয়া থাকেন, তাহাদের ভিতরে জাগরণের সারা পড়িয়াছে; সকলেরই ভিতরটা যেন টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। হিন্দুস্থান।

## সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের সম্মিলনে স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের সচিব মাননীয় সার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সকলেই জানি যে প্লেগ দরিদ্রের ব্যাধি, বড় লোকের এ রোগ একটা ধরেনা। সাধারণতঃ দরিদ্রতা ও ব্যাধি পরস্পরের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু দারিদ্র্য ও ম্যালেরিয়া এ দুয়ের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট ও জটিল। আসল কথা এই, যে সকল কারণের জন্য ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হয়, ঠিক সেই সকল কারণ বশতঃই কৃষি কার্য্যের অবনতি ঘটে ও দারিদ্র্য বাড়িয়া যায়। যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব হইয়াছে সে সকল স্থানের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই তথ্যটুকু আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে গাঁথিয়া যায়। আমাদের বাঙ্গালার বাহিরের কথা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের নিজেদের দেশের অবস্থাই আলোচনা করাই ভাল—নিজেদের দেশের অবস্থা হইতেই প্রতীকারের পন্থা বাহির করিবার চেষ্টা করাই সঙ্গত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পূর্ব্ব বঙ্গ বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর উহাই সর্ব্বাপেক্ষ সমৃদ্ধিশালী ও ধনসম্পদপরিপূর্ণ। যে সকল কারণের জন্য ইহার সম্পদ লাভ হইয়াছে সেই সকল কারণের জন্যই ইহার এতটা শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। আর একটী উল্লেখযোগ্য কথা বলিব। বাঙ্গালার বিভিন্ন বিভাগের সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ, কৃষিকার্য্যের সমৃদ্ধির অবস্থাও তদনুরূপ। যে বিভাগ অধিক স্বাস্থ্যময়, কৃষিকার্য্য বিষয়ে সে বিভাগ অধিক উন্নতশীল। পূর্ব্ববঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যময় ও সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী; তাহার পর উত্তর বঙ্গ, মধ্য বঙ্গের স্থান তাহার নীচে এবং সর্ব্বশেষে হইল পশ্চিম বঙ্গ। এই বিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর এবং সমৃদ্ধিহীন। ১৯০১-১১ সালের সেন্সাসের হিসাব মত বিভিন্ন বিভাগে খাদ্যশস্য কতটা কম উৎপন্ন হইয়াছে তাহার তালিকা দিতেছি :—

| | শতকরা। |
|---|---|
| পশ্চিম বঙ্গ ... ... | ২১·৮ |
| মধ্য বঙ্গ ... ... | ২১·০ |
| উত্তর বঙ্গ ... ... | ১২·০ |
| পূর্ব্ব বঙ্গ ... ... | ৭·২ |

## উপসংহার।

কাজেই বলিতে হয় যে ম্যালেরিয়া দূর করিবার চেষ্টা করিলে আমরা আমাদের কৃষি শিল্পের উন্নতি ও দেশের ধন বৃদ্ধির পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়া পড়িব, কারণ কৃষিই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প। এ দেশের বর্ত্তমান অশান্তির মূলে আর্থিক সমস্যা রহিয়াছে। এই স্বাস্থ্যসমস্যারও অনেকটা সমাধান হইতে পারিবে। টাকার জন্য কাতর হইলে চলিবে না—এ টাকা টেক্স বসাইয়া আদায় করা হইবে না, ধার করিয়া সংগ্রহ করা হইবে। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়া দেশবাসীর অর্থ সম্পদ বাড়িয়া চক্রবৃদ্ধির হিসাবে এ টাকা ফেরত আসিবে। ইজিপ্টে এং অন্যান্য দেশে এই ভাবেই টাকা ফেরত আসিয়াছে। আমাদের দেশ ঠিক সোনার বাঙ্গালাই হইয়া উঠিবে—সুখী সমৃদ্ধিশালী সদানন্দ জাতীর আবাসস্থল হইয়া উঠিবে। এই মহৎ আশা সফল করিবার জন্য আমি আপনাদিগকে, সংবাদপত্রের প্রতিনিধিবর্গকে, গবর্ণমেণ্টের সহযোগীতা করিতে অনুরোধ করিতেছি, আমার বিশ্বাস আমার এ অনুরোধ নিষ্ফল হইবে না। আজ আপনারা এই স্থলে, এই মন্দিরে একটা জাতিকে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে ব্যাধির কুটিল কবল হইতে রক্ষা করিয়া একটা মহৎ পবিত্র কার্য্য করিতে সমবেত হইয়াছেন। আপনাদিগকে আজ আপনাদের মতদ্বৈধ বাদবিসম্বাদ দূর করিয়া ফেলিতে হইবে। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ, লোক মতের নেতাগণ সম্পূর্ণ ঐক্যমত হইয়া ইহা ব্যতীত আর কি মহৎকার্য্য, করিতে পারেন তাহা আমার কল্পনায় আসে না। এ যুগে লোকমতই রাজশক্তির প্রধান অবলম্বন। মানবসমাজের উন্নতির জন্য আধুনিক যুগে যে সকল অস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে সংবাদপত্রই তাহার

তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। আমি নিজে সংবাদ পত্রের লেখক ছিলাম—সংবাদপত্রের উপর এখনো আমার অনুরাগ আছে। সংবাদপত্র লেখক ভাবেই আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে বাঙ্গালার জনমতকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য, বাঙ্গালার জনগণকে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে সুশিক্ষিত ও পরিচালিত করিবার জন্য আপনারা ঐ সকল অস্ত্রপ্রয়োগ করুন। স্বাস্থ্যসমস্যা সমন্ধে বাঙ্গালাকে উদাসীন থাকিতে দিবেন না তাহাকে জাগাইয়া তুলুন, বাঙ্গালার কঠিন অবস্থার কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিন এবং যে সকল রোগে আমাদের দেশ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, আমাদের পুরুষ-শক্তির অপচয় ঘটিতেছে, যাহা আমাদের পক্ষে জগতের অন্যান্য স্বাস্থ্যধর সমৃদ্ধিমান জাতীর সহিত জাতীয় উন্নতির প্রতিযোগিতায় প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর করিয়া তুলুন। সম্পূর্ণ

---

## প্রিন্স অব ওয়েলস্ আগমনে।

আসিছ কি রাজপুত্র! হেরিতে এবার,
দুর্গতি-দাবাগ্নি-দগ্ধ ভারত-কানন
নাহি আর এ কাননে কোন ফুল ফল,
নাহি কোন সজীবতা নির্জ্জীব সকল,
আসেন যখন তব পিতা পিতামহ—
শান্তির সুধারা দেশে বহিত তখন।
নগ্নপদ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ বাণী,
ভারতের ধান্য দূর্ব্বা উঠিত তখনও
রাজার মুকুটে, আর ত সে দিন নাই,
ভারতেও ধান্য নাই, হে কুমার!
কেন তবে হেথা আগমন?
দেখিতে দেশের দশা ভারত অভাব
টলেছে কি আজি তব রত্ন সিংহাসন?
তাই যদি হবে দেব! তাই যদি হবে,
তবে কেন আগমন এত আড়ম্বরে।
সৌধ কিরিটিনী পুরী কুবের ভবন
দেখাবে কি দরিদ্রের কুটীর চিত্রন?
ভিতরের চিত্র ঢাকা বহিরাবরণে
সে কৃত্রিম আবরণ করিলে মোচন
দেখিবে ভারত চিত্র কি যে নিদারুণ।
হাহাকার অন্ন কষ্ট রোগের যাতনা,
মূর্ত্তিমান বিষাদের ভীষণ কালিমা,
বিরাজিত ঘরে ঘরে দেখিবে রাজন
দেখিবে ভারত চিত্র দেখিবে কেমন।
পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড, রমণী লাঞ্ছনা,
আসামের কুলিকাণ্ড, বিচার তাড়না,
খিলাফৎ ধ্বংশ আর রাউলাট কানুন
জ্বেলেছে অশান্তি বহ্নি এ ভারত মাঝে।
কত শত দেশপূজ্য হিন্দু-মুসলমান
বিচার বিভ্রমে কারাগারে করে বাস
দধিচী সমান শ্রীচিত্তরঞ্জন
ভিখারীর বেশে দেশে করিছে ভ্রমণ
হে রাজেন্দ্র কুলমণি সম্রাট সন্তান!
এ অশান্তির বহ্নি যদি করিতে নির্ব্বাণ
ভারতের দরিদ্রতা করিতে মোচন
থাকে শক্তি, এস তবে এসহে ধীমান।
খ্রীষ্ট সম মহাযোগী গাঁধির কুটীরে
বারেক যদি হে তুমি কর পদার্পণ
জানিবে সঠিক বার্ত্তা তুমি হে রাজন।
অশান্তি-অনল তাহে হবে নির্ব্বাপণ
কোন অপমান জ্ঞান করোনা রাজন।
মথুরার রাজা, দরিদ্র বিদুর গৃহে
করি পদার্পণ, অযাচিত শাক অন্ন করিয়া গ্রহণ
রেখেছেন স্বামী কীর্ত্তি ভুবন মাঝারে
ভারতের হেন দিন ছিলনা রাজন
ভারত পৃথিবী মাঝে ধরার ভূষণ
অবিচ্ছিন্ন মহাকাল মুকুরের তলে
ইতিহাস জ্ঞাননেত্র করি উন্মোচন
অতীত ভারত ছবি করিলে দর্শন
ভারত কেমন ছিল দেখিবে তখন।
অষ্ট সুরেন্দ্রের মূর্ত্তি তোমার জনক
হে ভারত-ভাবী-রাজা ভারত পালক!
নিরীহ সন্ততি মোরা অচ্ছেদ্য বন্ধনে
বাঁধা আছি চিরদিন রাজ সিংহাসনে
নিরন্ন, বিবস্ত্র, ক্লান্ত ক্লি[illegible]ন
করহে শান্তনা দেব বরাভয় দানে
কোথায় সে বরাভয় রাজার ভূষণ
দারুণ সন্দেহ স্রোত কেন হে বহিছে
রাজ কর্ম্মচারী সনে কেন তবে প্রতিক্ষণে
সন্দেহ তরঙ্গ খেলে হেন প্রজা সনে।
বিশ্ব মানবের স্বাধীনতা তরে
জার্ম্মান সমরে যবে ধরি তরবার
করেছ শপথ সে আশ্বাসবাণী
আছেকে স্মরণ পথে পরিস্ফুট সব
যুঝেনি কি সে সময়ে হিন্দু মুসলমান?
করেনি কি এ রাজ্যের কল্যাণ কামনা?
কোথায় সে স্বাধীনতা—দাসত্ব মোচন
ভারত কি বিশ্বমাঝে নহে কোন স্থান?
স্বাধীনতা বিনিময়ে রাউলাট কানুন!
রাজার সম্পদে যারা মত্ত অনিবার
রাজার বিপদে যারা বদ্ধ পরিকর
হেন জনে অবিশ্বাস করা কি কারণ
এই কি রাজার কাজ রাজার শাসন
বিশ্বাস সুখের মূলে রাজ্যের কল্যাণ
প্রজাশক্তি অবহেলা নহে কদাচন।
শান্তিময়ী ভগবতি! শান্তির আধার
তোমার বৈষ্ণবী চক্রে রাজার কুমার
সানন্দ-অন্তরে যেন ফিরেন স্বদেশে
দরিদ্রের এ মিনতি তব পাদ দেশে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সাং বালিঘাটা।

---


## জমি বিক্রয়।

সিদ্ধিকালী মাঠে ৭।৪ সাত বিঘা নয় কাঠা জমি ফুদন কুমারী দাসী বাকী খাজনায় নিলাম খরিদ করিয়াছেন। উক্ত জমি বিক্রয় হইবে। জমিতে জল পাওয়ার বন্দোবস্ত আছে। উক্ত জমির বিবরণ সিদ্ধিকালীর কামিনী কোটাল কিম্বা জঙ্গিপুর রোড ষ্টেষণের কয়লার ডিপোতে অবিনাশচন্দ্র সরকারের নিকট অনুসন্ধান করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীমনীন্দ্রনাথ ঘোষ।
সাং জোতকমল।

---

## কেবল দেড় টাকায়
## প্রত্যেকেরই নিত্য প্রয়োজনীয়

নিম্নলিখিত ৬ দফার যে কোন জিনিষ পাইবেন
এক সঙ্গে ৬ দফা জিনিষ ৮৲ টাকায় পাইবেন

PAID.
URGENT.
DUPLICATE.
CANCELLED.
BOOK-POST.
REPLIED.
COPIED.
REGISTERED.
REFUSED.
Original.
Reference No.
STAMPED.

১। ওয়ার্ড ষ্ট্যাম্প—উপরের নমুনা অনুযায়ী ১২ টি রবার ষ্টাম্প।
২। রবার ষ্ট্যাম্প—বাদামী, গোল, স্কোয়ার ইত্যাদি নানা রকমের fancy ডিজাইনে নাম ও ঠিকানা যুক্ত
৩। নম্বারিং রবার ষ্ট্যাম্প—ইহাতে ৯৯৯৯ পর্য্যন্ত নম্বর করা যাইবে।
৪। ডেটিং ষ্ট্যাম্প—তারিখ, মাস ও সন বদলান যাইবে
৫। পকেট প্রেস-A হইতে Z সমস্ত অক্ষর আছে
৬। পিতলের শিলমোহর-পিতলের হাণ্ডেল রেজেষ্টারী চিঠিপত্রে গালায় ছাপিবার জন্য, কালিতে ছাপা চলে। নাম বা মনোগ্রাম পাঠাইলে প্রস্তুত হয়

আর, এস, দত্ত এণ্ড কোং এনগ্রেভার
৩৭।৪নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

---

## জবাকুসুম তৈল

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থান-চ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৶০

### দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯॥০ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা /।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

## কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদোষ প্রভৃতি যাদি উপসর্গ সত্বর প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৶০

## অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৶০

## ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলায় অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।/

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

## আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ।

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

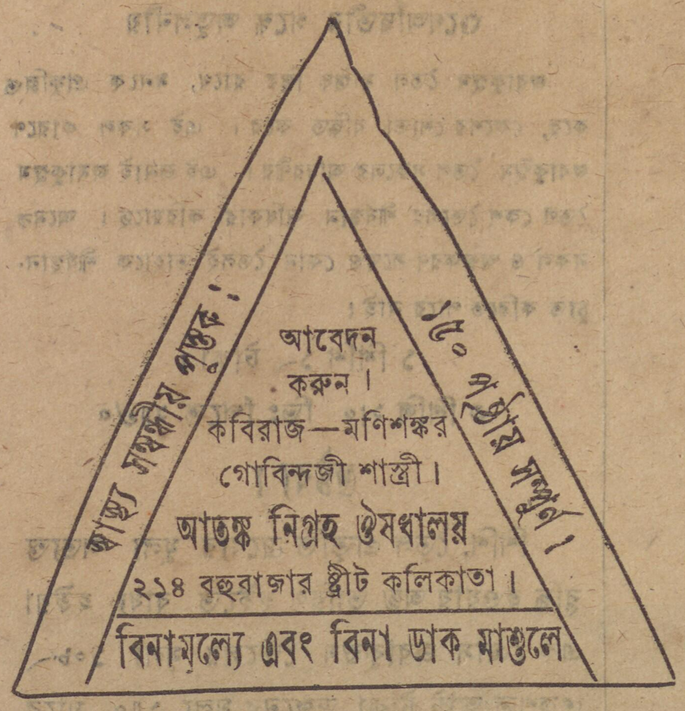

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!

৯৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

## আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# সুরমা

## ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমস্ত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৷৵০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৷৵০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

## সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

## জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

## মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

### কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

# ইলেক্ট্রিক সল্টউসন্




মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্র সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷০ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

## বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

## সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৶০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ